চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৯.০৭.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম সিটি মেয়রের সঙ্গে টরন্টোতে কনসাল জেনারেলের বৈঠক: বাংলাদেশ-কানাডা বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন টরন্টোতে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল মোঃ ফারুক হোসেনের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য ও পেশাদার সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাৎকারে উভয় পক্ষ উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ থেকে কানাডায় আমদানি করা সকল পণ্য শুল্কমুক্ত হলেও, বর্তমানে কেবলমাত্র তৈরি পোশাক শিল্প এই সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে। অন্যান্য শিল্পেও এই সুযোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

উচ্চ শিপিং খরচ বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, যা বড় পরিমাণে পণ্য পরিবহনের জন্য বাল্ক শিপিং কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে কমানো যেতে পারে বলে মতামত প্রকাশ করা হয়।কানাডায় বাংলাদেশী প্যাকেজড ও ফ্রোজেন খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কানাডিয়ান খাদ্য সনদপত্র গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, বিশেষ করে ফ্রোজেন খাবারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর মানদণ্ডের সঙ্গে কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক স্বীকৃতির অভাব রয়েছে।বাংলাদেশী জুট পণ্যের কানাডায় চাহিদা থাকলেও, চীনের সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন। এই ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা হয়।ব্যক্তিগত পরিচর্যা কর্মী খাতেও বাংলাদেশি পেশাজীবীদের জন্য সুযোগ রয়েছে, তবে বাংলাদেশের নার্সিং কলেজগুলোকে কানাডিয়ান মানদণ্ডে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আউটসোর্সিংয়ের সম্ভাবনা থাকলেও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কারণে এই খাত হুমকির সম্মুখীন।মোঃ ফারুক হোসেন, যিনি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে টরন্টোতে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, এবং ডাঃ শাহাদাত হোসেন উভয়েই এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে এবং বাংলাদেশ-কানাডা সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে পরবর্তী সময়ে আরও আলোচনা ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রামে নালায় পড়ে শিশুর মৃত্যু: ঘটনাস্থল পরিদর্শনে চসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর নয়াবাজার এলাকার আনন্দীপুর জামে মসজিদের সামনে নালায় পড়ে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৯ জুলাই) বিকেলে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা।চসিকের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে সমবেদনা জানান তারা। চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা শাহাদাত হোসেনের নির্দেশে চসিকের পক্ষ থেকে নিহতের দাফন-কাফনের খরচ বাবদ তার পরিবারকে নগদ ৩০ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮